ঈশোপনিষৎ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী
সম্পাদক।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরস্থ শ্রীশ্যামকুঞ্জ
হইতে ডাঃ ললিতমাধব ব্রহ্মচারী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কলিকাতা ১০এ নফর কুণ্ডু রোডস্থিত সারস্বত প্রেস
হইতে শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্তিমণ্ডপ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH Mathura (U.P.)

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়-

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদিত্যপরনাম্নী

ঈশোপনিষৎ

শুদ্ধভক্তিপুনঃপ্রবর্ত্তক-বৈষ্ণবাচার্য্যবর-

শ্রীমৎ-সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

ঠক্কুর-বৃতান্বয়বেদার্কদীধিতি-বঙ্গানুবাদ-ভাবার্থ-সমেতা

ওঁবিষ্ণুপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-

গোস্বামি-ঠক্কুরানুকম্পিত-পরিব্রাজকাচার্য্য-ত্রিদণ্ডিপাদ-

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গগোস্বামি-

সংগৃহীত-'গোস্বামি-সিদ্ধান্ত'-সমেতা, তেনৈব সম্পাদিতা চ।

৪৫৫ গৌরাব্দে নারায়ণাখ্য-মাসি প্রকাশিতা

প্রথমসংস্করণম্] [ভৈক্ষমানকচতুষ্টয়ম্

ঈশোপনিষদের কথাসার

পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবৎসেবার উপকরণ, অতএব তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিলে পরের ধনে লোভরূপ অপরাধে পতিত হইতে হয়। একমাত্র ভগবৎ-সেবার্থ জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবানের ভোগাবশেষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে মানব শতবর্ষ আর্থাৎ মানবের পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিবেন, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মালানে বদ্ধ হইবেন না। যাহারা ইহার অন্যথা করে অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎ ভোগ করে, তাহারা আত্মঘাতী এবং জীবনান্তে আসুরীযোনি প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা—নিশ্চল; আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয়। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্‌গৃহীত মায়াশক্তি-পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্যবিধান করে। অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ভগবানে সচলত্ব ও অচলত্ব, দূরত্ব ও নিকটত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্ম-সমূহ যুগপৎ সামঞ্জস্য লাভ করে। যিনি পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে পরমাত্মা দর্শন করেন, তিনি প্রীতি-সম্পত্তি লাভ করেন। এইরূপ আত্মদর্শী ব্যক্তির কোন প্রকার শোক বা মোহ থাকে না। ভগবান্ নিখিল সদ্‌গুণের আকর, তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই বটে, কিন্তু দেহদেহিভেদরহিত। তিনি নিত্য অপ্রাকৃত শরীরবান্ এবং নিত্য-পদার্থসমূহের আশ্রয়স্বরূপ। তিনি নিজ চিচ্ছক্তি দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। যাহারা অবিদ্যারূপ কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন, তাহারা অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আর যাহারা অতি-বিদ্যারূপ নির্ভেদজ্ঞানে রত, তাহারা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পরমাত্মতত্ত্ব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অধিগম্য নহে, তাহা হইতে স্বতন্ত্র—ইহাই শ্রুতি-উপদেষ্টৃ ধীর ব্যক্তিগণের উক্তি। চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে, সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়ান্তর্গত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতিনাশে যত্নবান্ হইলে চিচ্ছক্তিগত বিশেষ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধান করেন, সেই সকল অসম্ভূতির উপাসক অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আর যাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ জড়-সত্তায় রত, তাহারাও ঘোর অন্ধকারে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানিগণ বলেন,—আত্মতত্ত্ব নির্ব্বিশেষচিন্তা ও জড়-সবিশেষ-চিন্তা—উভয় হইতে পৃথক্। জড়সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তত্ত্বে সম্ভূতি লাভ করিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। ভগবানের কল্যাণতম জ্যোতির অভ্যন্তরস্থ দ্বিভুজ মুরলীধর অতুল শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি হিরণ্ময় জ্যোতিঃ দ্বারা আবৃত রহিয়াছেন। সেই জ্যোতিঃ ভেদ করিয়া নিত্য বিগ্রহবান্ রূপ দর্শন করিতে পারিলেই সর্ব্বোত্তম কল্যাণ লাভ হয়, তখন জীব আপনাকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবক ও নিত্যসঙ্গী অণুসচ্চিদানন্দ বলিয়া জানিতে পারেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অধিকারী জড়মুক্তির প্রার্থনা করেন এবং অগ্ন্যন্তর্যামী বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলেন,—"আমাদিগকে সুপথ দিয়া পরমার্থে লইয়া যাও, আমাদের অবিদ্যা কপটতারূপ পাপ বিনাশ কর, তোমাকে আমরা নমস্কার বিধান করি।"

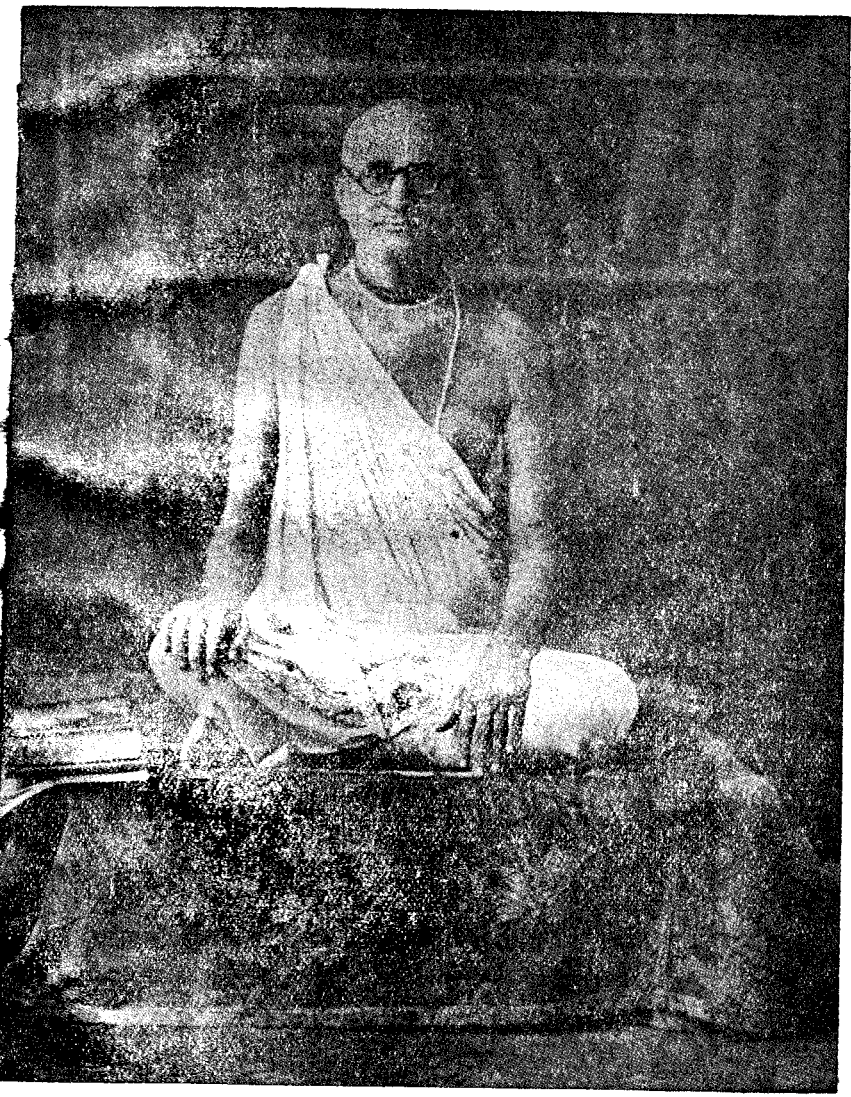

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়বাজসনেয়সংহিতোপনিষদিত্যপরনাম্নী

ঈশোপনিষৎ

॥ওঁ॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ওঁ॥
॥ওঁ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ওঁ॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত :—

বেদশাস্ত্রে আমাদের খণ্ডদর্শন নিরসন করিয়া পূর্ণবস্তুর দর্শন বা সুদর্শনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের শিরোভাগকেই "উপনিষৎ" কহে। "সংহিতা"-অংশ বেদের কায়ভাগ। "ব্রাহ্মণ" ও "তাপনী" প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। "সংহিতা" সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত,—ঋক্, সাম ও যজুঃ, ইহাকেই ত্রয়ী বলা হয়। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ'-ভেদে দ্বিবিধ। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় 'বাজসনেয়' সংহিতার শিরোভাগরূপে ঈশোপনিষদের পরিচয়। ইহাতে অষ্টাদশটী মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রই পূর্ণবস্তুর সন্ধান নির্দ্দেশ করিতেছেন। উপনিষৎকে 'শ্রুতি' বলা হয়। 'গৃহ্য' ও 'শ্রৌত' প্রয়োগবিধি 'কল্প ও 'স্মৃতি'-নামে কথিত হয়। লৌকিক বিচারের সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপনের জন্য কল্প ও স্মৃতির যোগ্যতা আছে। কিন্তু শ্রুতিতে তর্কের স্থান নাই। তর্কপন্থিগণ তর্কের আশ্রয় লইয়া পূর্ণ বস্তুকে তাহাদের খণ্ড-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিচার করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়েন। শ্রৌতপথাবলম্বিগণ ভগবদ্ভক্ত। অশ্রৌতপন্থা বা আরোহপন্থা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তাহাতে পূর্ণবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু লাভ হয় না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় খণ্ড-জ্ঞান ব্যতীত পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানলাভের জন্য কিছু-

মাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ কীর্ত্তন ও অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের দ্বারাই অজিত ও পূর্ণ শ্রীহরি জিত হইয়া যান অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন। তাঁহাদেরই সুদর্শন লাভ হয়। সেই সুদর্শনের দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বত্র শ্রীহরি দর্শন করেন। শ্রীহরি পূর্ণ বস্তু। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইলেও এজগতে আসিয়া অপূর্ণ বা মায়াধীন হন্ না।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপিতদ্গুণৈ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে বৈকুণ্ঠ শূন্য হইয়া যায় না। অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তিনি একই সময়ে বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে লীলা করিতে সমর্থ। পূর্ণ হইতে পূর্ণই বিয়োগ করিলে পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে। Infinity minus Infinity=Infinity. Absolute minus Absolute=Absolute, Absolute plus Absolute=Absolute, Absolute × Absolute =Absolute, Absolute ÷ Absolute=Absolute. সেই জন্য অসংখ্য মহিষী দ্বারকাতে দ্বারকেশ্বরকে একই সময়ে নিজনিজ কক্ষে বিলাসপরায়ণ দর্শন করিতেন। একই সময়ে ভগবদ্ভক্তগণ নিজ নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ বস্তু। তাঁহার সেবাদ্বারা সকলেরই সেবা করা হয়। "মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল।" তাঁহার সেবাদ্বারাই আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাই তিনি গীতার শেষ অধ্যায়ে সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, তাঁহার নাম পূর্ণ, তাঁহার রূপ পূর্ণ, তাঁহার গুণ পূর্ণ, তাহার লীলা পূর্ণ ও তাঁহার পরিকরবৈশিষ্টও পূর্ণ। তাঁহার নাম ও নামী অভেদ। তাঁহার স্বরূপ ও শ্রীবিগ্রহে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ শালগ্রামাদি শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াও পূর্ণ এবং তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। "শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।" তাঁহার প্রত্যেক গুণটী পূর্ণ। আমাদের হৃদয়ে তাঁহার একটী গুণের স্ফূর্ত্তি হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়; তাঁহার একটী লীলা বা একটী পরিকরের সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

সেই পূর্ণ বস্তুকে ভগবদ্ভক্ত ভক্তিভরে নৈবেদ্য বা ভোগ প্রদান করিলে ভক্তপ্রদত্ত অন্ন পানাদি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাত্রগুলি পূর্ণ করিয়া রাখেন। সেখানে অপূর্ণ, হেয়, অনুপাদেয়, ঘৃণ্য, অনিত্য, নশ্বর, মৃত ভাবাদির স্থান নাই। অশোক, অভয় ও অমৃতময় পূর্ণবস্তু তিনি। তিনি সচ্চিদানন্দময়। তিনি অতিন্দ্রীয়, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত।

সেই পূর্ণবস্তুকে যিনি ভক্তিদ্বারা—সেবাদ্বারা হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার পরিকর। তাঁহাতে প্রপত্তি হইলেই শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি সম্ভব হয়। কারণ যিনি পূর্ণকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন তিনি অপূর্ণ নহেন। তিনি শ্রীগুরুদেব।

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা-ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥১॥

অন্বয়ঃ—জগত্যাং (পৃথিব্যাং) যৎ কিঞ্চ (কিঞ্চিৎ) জগৎ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকমস্তি) ইদং সর্ব্বং (চরাচরং) ঈশা (পরমেশ্বরেণ) আবাস্যং (আবৃতং) তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (দত্তেন বিত্তেন ত্যাগেনেতি যাবৎ) ভুঞ্জীথাঃ (ভোগান্ অনুভবেঃ) কস্যস্বিৎ (কস্যাপি) ধনং মা গৃধঃ (ন আকাঙ্ক্ষেথাঃ)॥ ১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠক্কুর-কৃত-
বেদার্কদীধিতিঃ

জগত্যাং বিশ্বে যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং ঈশাবাস্যং ঈশেন আবৃতম্; তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন জগৎ ভুঞ্জীথাঃ ভোগং কুর্বীথাঃ। কস্যস্বিদ্ধনং কস্যচিদ্ধনং মা গৃধঃ ন আকাঙ্ক্ষীঃ॥১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত
অনুবাদ

এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগধর্ম্ম সহকারে ভোগ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না॥১॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত

ভাবার্থ

আত্মশক্তি দ্বারা এই জগৎকে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সেই শক্তিপ্রভাবে ইহাতে ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। হে জীব, তুমিও তাহার শক্তি-নিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। তিনি—পরমাত্মা, তুমি—আত্মা, অতএব আত্মধর্ম্ম-বিচারে তাঁহা অপেক্ষা তোমার আর কেহ হইতে পারে না। তুমি আপাততঃ স্বরূপভ্রমবশতঃ আপনা হইতে সমস্ত বস্তুকে 'পর' বলিয়া তাহাতে স্বার্থপর ভোগ স্বীকার করিতেছ। কিন্তু যদি সমস্ত বস্তুকে পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, তাহা হইলে আর তোমার পরধন বলিয়া বিষয়সকল গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি ভগবৎপরিচর্য্যায় সমস্ত অর্পণ কর এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর, তাহা পরমেশ্বর-দত্ত প্রসাদ বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে ॥১॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত :—

শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। শ্রীহরির তিনটী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াশক্তিপ্রসূত এই জড় জগৎ, জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তিপ্রসূত জৈব জগৎ এবং স্বরূপশক্তিপ্রসূত গোলোক বা বৈকুণ্ঠ। মায়াশক্তি-কবলিত জীব ভোক্তা অভিমানে জগৎ ভোগ করিতে যাইয়া অনর্থ আবাহন করে। শ্রীহরিই ভোক্তা। জীব ও পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার ভোগ্য। তটস্থাশক্তিপ্রসূত জীব যখন সাধুসঙ্গ প্রভাবে নিজ স্বরূপের পরিচয় পাইয়া ভোক্তা অভিমান পরিত্যাগ করে এবং স্বরূপ-শক্তির আনুগত্যে ভগবৎ পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করে তখনই ত্রিতাপ অর্থাৎ (১) আধ্যাত্মিক (২) আধিদৈবিক ও (৩) আধিভৌতিক তাপ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ লাভ করে। মায়াবদ্ধ জীবের আত্মা সুপ্ত অবস্থায় সুখ ও দুঃখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে এই বিশ্বে পরিভ্রমণ করে।

কৃষ্ণ ভূলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শুদ্র।
কভু সুখী, কভু দুখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র ॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোনও জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন ॥

(তখন) কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ ' আমি তব দাস'।
তোমার চরণ ছাড়ি হইল সর্ব্বনাশ।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে এক বার।
মায়াশক্তি হ'তে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

মায়াবদ্ধ জীবের চৈতন্যের উদয় হইলেই নিত্যানন্দ লাভ করে। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়।" "বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে।" ভোক্তা অভিমানে পূর্ব্বকৃত পাপ ও অপরাধের বিষয় স্মরণ করিয়া তখন দৈন্য ও অনুতাপ উপস্থিত হয়। "জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ।" তখন জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ নিজক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন। তখন কৃষ্ণদাস অভিমানে সর্ব্বদা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তখন বিশ্বকে আমার ভোগ্য মনে হয় না। শ্রীহরিই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং পরমাত্মরূপে ইহাতে ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ দর্শন হইলে ভগবানের বস্তু নিজে ভোগ করিবার বা চুরি করিবার প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়।

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"
"জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তাহা না ছাড়িলে লভিবে রৌরব॥"
"আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলি মাধব॥"

সমগ্র বিশ্বের মালিক যদি শ্রীহরি হন, তাহা হইলে এই জগতে আমার কৃত্য কি? আমি কে? এই প্রশ্নগুলির সমাধান করিতে যাইলেই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয়। জ্ঞান-বিরাগসমন্বিত ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত ইহার মীমাংসা পাওয়া যায় না। সুপুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। কুপুত্র পরিত্যাজ্য। শ্রীহরির নিকট সুপুত্র ও কুপুত্র, সুর ও অসুররূপে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাইয়া থাকে। তিনি মঙ্গলময়। তাহাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি বিহিত ব্যবস্থা করেন। পিতামাতার শাসনগ্রহণ করিয়া পুত্রকন্যার মঙ্গল লাভ হয়। "অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার।" আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীহরির সেবা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামকামী হইয়া কখনও ভোগী হইয়া পড়েন এবং কখনও মোক্ষকামী হইয়া ত্যাগী হইবার ভান্

করিয়া শ্রীহরির সহিত একত্বলাভ করিবার দুর্বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অধিকতর ভোগান্ধ হন। এই ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধির মূলে কৃষ্ণবিস্মৃতি রহিয়াছে। সেই জন্য এই উভয় প্রকার ভোগ ও ত্যাগ আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। "মুরারেস্তৃতীয় পন্থা।" সেবাই একমাত্র আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম; সেবাই ভক্তি। ভজ্‌ধাতু+ক্তি=ভক্তি। ভজ্‌ধাতুর অর্থ সেবা।

"অবিস্মৃতি কৃষ্ণ পদারবিন্দয়ো
ক্ষীণত্যভদ্রানি চ শংতনোতি।
স্বত্বস্য শুদ্ধি পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান বিরাগযুক্তং॥

কলিকালে এই "অবিস্মৃতি" কেবলমাত্র শ্রীনাম গ্রহণের দ্বারাই সম্ভব হয়। শ্রীহরিনাম গ্রহণের দ্বারাই আমাদের কুদর্শন নষ্ট হইয়া সুদর্শনের কৃপালাভ হয়।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিন্‌বার।
জড়েলোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ আদি সব নিবারণ॥ (চৈঃ চঃ)

সুরগণ শ্রীহরির নাম আশ্রয় করিয়া তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণ করেন। শ্রীহরিনামই উপায় এবং শ্রীহরিনামই উপেয়। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শ্রুতিগোচর হইলেই পরম মঙ্গললাভ হইবে। হে জীব গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ কর। তুমি কৃষ্ণদাস; কৃষ্ণের সেবাই তোমর নিত্যধর্ম্ম। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, সাত্বতধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম আশ্রয় কর। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণসেবা কর। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ কর।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নিত্য প্রভু। তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া অপস্বার্থপর হইয়া ভোগ করিতে গেলেই বিপদ উপস্থিত হইবে।

"যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ বলেন যখন ওনাম গাই
রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বল রে সবাই॥

হরিতোষণই নিত্যধন। "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধি হরিতোষণং।" শ্রীহরিসেবাই উপায় ও উপেয়।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম-সেবা-দ্বারাই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়।

"কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

মহাভাগবতের দর্শনে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়।

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়-ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"
"বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
গিরি দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রভু মহাপ্রেমে ভূমে পড়ে কাঁদি॥'

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" দর্শনের পূর্ণ অভিব্যক্তি এইখানে। হে জীব শ্রীচৈতন্য-চরণ আশ্রয় কর। হে বিশ্ববাসী শ্রীচৈতন্যের নাম, ধাম ও কামের অনুসন্ধান কর। সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে।

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজএব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরাস্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণ॥

শ্রীনবদ্বীপশতক।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

অ। ইহ (অস্মিন্ জগতি) এবং (ঈত্থং প্রকারেণ) কর্ম্মানি (ভগবৎপূজাত্মকানি অসঙ্কল্পিতফলানি স্বোচিতানি) কুর্ব্বন্ (সম্পাদয়ন্) শতং সমাঃ (শতসংখ্যকসংবৎসরান্) জিজীবিষেৎ (জীবিতুমিচ্ছেৎ) এবং (প্রকারেণ) ত্বয়ি নরে (জিজীবিষতি সতি কর্ম্ম কুর্ব্বতি চ) কর্ম্ম ন লিপ্যতে (বধ্যতে) ইতঃ (এতস্মাৎ) অন্যথা ন অস্তি (প্রকারান্তরং নাস্তীতি ভাবঃ) ॥২॥

বেদার্কদীধিতিঃ। ইহ জগতি এবং প্রকারেণ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ ত্বয়ি নরে এবং জীবতি সতি কর্ম্ম ন লিপ্যতে। ইতঃ অন্যথা নাস্তি ॥২॥

অনু। এই জগতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করুক। এরূপে জীবিত থাকিলেও তুমি কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না ইহার অন্যথা নাই ॥২॥

ভাবার্থ। সর্ব্বত্র পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কেবল আত্মানুষ্ঠানই হইয়া থাকে। অতএব শত শত বৎসর জীবিত থাকিলেও জীবকে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, নতুবা জীবন সত্বই বিনষ্ট হয় অথবা সুন্দর নির্ব্বাহিত হয় না। যদি পরমাত্মানুশীলনরূপ সংসার পত্তন করা যায়, তবে তৎসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মই কর্ম্মস্বরূপে লক্ষিত হইবে না। জ্ঞান বা ভক্তিরূপে লক্ষিত হইবে। পরমাত্ম-জ্ঞান-কার্য্য—সমস্তই ভক্তি। অতএব নারদ বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥২ ॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

আসক্তি রহিত হইয়া অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে জীবনধারণ করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। এইভাবে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ হইতে হইবে না। কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট জীবন অমৃতময়। ভগবদ্ভক্তের মৃত্যু নাই। শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় এই দেহত্যাগ হইলেও ভক্তগণ নিত্যকাল শ্রীহরিসেবামৃত-পানে প্রমত্ত থাকেন। প্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপ কার্য্যগুলি কর্ম্মস্বরূপে লক্ষিত হয় না।

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরাভবেদিতি ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২।৮ শ্লোকধৃত পঞ্চরাত্রবাক্যম্)

হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন, এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোক্রমেন রসনা মনসিনিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগীজনানুগামী
কালং নয়েৎ অখিলং ইত্যুপদেশসারং ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ ও চরিতাদি সুষ্ঠু ভাবে কীর্ত্তন ও স্মরণ উদ্দেশে জিহ্বা ও মনকে নিয়োগ করিয়া গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীধামে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে। ইহাই উপদেশের সার ॥২॥

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

অ। (অন্যথা কুর্ব্বন্ নরঃ আত্মহা ভবতি) অসূর্য্যাঃ (অসুর-প্রাপ্যাঃ) নাম (ইতি প্রসিদ্ধাঃ) অন্ধেন (গাঢ়েন) তমসা (অন্ধকারেণ) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) তে (যে) লোকাঃ যে কে চ (যে কেচিৎ জনাঃ) আত্মহনঃ (আত্মানং ঘ্নন্তি সংসারৈঃ সম্বন্ধয়ন্তি ইতি আত্মহনঃ আত্মনাশকা ইত্যর্থঃ) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ জনাঃ) প্রেত্য (মৃত্ব) তান্ (অসুরলোকান্) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি, দুরন্ত-তমসাবৃতমসুরলোকং গচ্ছন্তীতি ভাবঃ) ॥৩॥

বেদার্কদীধিতিঃ। অন্যথা কুর্ব্বন্ নরঃ আত্মহা ভবতি। যে কে আত্মহনঃ জনা তে প্রেত্য অন্ধেন তমসাবৃতান্ অসূর্য্যান্ লোকান্ গচ্ছন্তি ॥৩॥

অনু। যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোকসকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই) প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

ভাবার্থ। যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে কর্ম্ম করে না, বিরাগ-লাভোদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করে না এবং আত্মানুশীলনের জন্য বিরাগকে আশ্রয় করে না, তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, বিরাগ স্বার্থপর অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক হয়, আত্মানুশীলনের সহকারী নয়। অতএব তাঁহাদের জীবন মরণপ্রায়। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

যে জীবের এরূপ আচরণ, তাহার আত্মা জড়ে বিনষ্ট-প্রায় হইতে থাকে। তজ্জন্যই তাহাদিগকে 'আত্মঘাতী' বলা যায়। সেই আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ আসুরী ভাবকে লাভ করে; আত্মার স্বাভাবিক দৈব-ভাবকে ত্যাগ করে। অতএব সর্ব্বতোভাবে সংসারে পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক শরীর-চেষ্টারূপ কর্ম্ম আচরণ কর। নাম-মাত্র কর্ম্ম থাকিবে, স্বরূপতঃ তাহা ভগবৎপরিচর্য্যারূপে পরিণত হইবে ॥৩॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত :—

যাহারা শ্রীকৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া বিশ্বদর্শন করিতে গিয়া বিশ্বভোগবাসনা দ্বারা আবদ্ধ হয় তাহারা আত্মহা বা আত্মঘাতী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ;—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

বহুলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী এই নরদেহ পাইয়া থাকি। এই নরদেহ লাভ সুদুর্ল্লভ হইলেও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সুলভ হইয়াছে। এই নরদেহই সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী সুপটু নৌকা-স্বরূপ। সেবোন্মুখ প্রত্যেক মনুষ্যই অহৈতুক কৃপাময় শ্রীহরির অবিরত অনুকূল বায়ু লাভ করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় কর্ণধার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমরা যদি এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট না হই তাহা হইলে আমরা আত্মঘাতী হইয়া দেহান্তে অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রদেশে গমন করিয়া থাকি ॥৩॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠ-
ত্যস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

অ। [ব্রহ্ম-বিজ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমিত্যুক্তম্। তদ্ব্রহ্ম কিং বিধমিত্যত আহ—] অনেজৎ (অকম্পনম্, অচলৎ) একং (সমানাধিক-রহিতম্) মনসঃ জবীয়ঃ (বেগবত্তরং তদপ্রাপ্যং) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি ব্রহ্মাদ্যাঃ) পূর্ব্বমর্ষৎ (পূর্ব্বমেব গতং জবনান্মনসোঽপি)

এনৎ (এতৎ ব্রহ্ম) ন আপ্নুবন্ (ন প্রাপ্তবন্তঃ মনসোঽগম্যত্বাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) তিষ্ঠৎ (স্বস্থানে স্থিতমপি) ধাবতঃ (দ্রুতং গচ্ছতঃ) অন্যান্ (মন-আদীন্) অত্যেতি (অতিক্রম্য তিষ্ঠতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ) তস্মিন্ (ব্রহ্মণি, অধিষ্ঠিতঃ) মাতরিশ্বা (মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসতি গচ্ছতি যঃ স বায়ুঃ) অপঃ (বারিবর্ষণাদীণি কর্ম্মানি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি) দধাতি (ধারয়তি) ॥৪॥

বেদার্কদীধিতিঃ। অনেজৎ ন এজৎ এজ্ কম্পনে নিশ্চলং ইতি অর্থঃ। তৎ আত্মতত্ত্বং নিশ্চলং একং মনসঃ জবীয়ঃ দেবা ইন্দ্রিয়াণি তৎ ন আপ্নুবন প্রাপ্তবন্তঃ। যতঃ পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বং এব গতং তৎ ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মনঃপ্রভৃতীন অত্যেতি অতিক্রামতি। তৎ তিষ্ঠৎ তস্মিন্ আত্মনি মাতরিশ্বা বায়ুঃ অপঃ কর্ম্মাণি দধাতি ধারয়তি ॥৪॥

অনু। পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চল, এক এবং মন অপেক্ষা বেগবান্। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে ধরিতে পারে না ; যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। মনঃপ্রভৃতি ধাবমান হইলে আত্মা তাহাদিগকে অতিক্রম করেন। আত্মা নিশ্চল থাকিলে বায়ু তাহাতে কর্ম্ম বিধান করে ॥৪॥

ভাবার্থ। 'আত্ম' শব্দে আত্মজাতীয় বস্তুমাত্রকে বুঝায়। অতএব 'আত্মা' বলিলে জীব ও পরমাত্মা উভয়কে বুঝিতে হয়। পরমাত্মা—বৃহচ্চৈতন্য। জীব—অণুচৈতন্য। এরূপ বিভাগ নিত্য হইলেও তদুভয়ের ধর্ম্মের ঐক্য আছে। বেদবাক্যে অনেকস্থলে 'আত্মা'শব্দে জীব ও অন্যান্য স্থলে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। যেখানে যেরূপ সম্ভব, সেখানে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আত্মতত্ত্ব—উভয়ার্থক। জড়জগৎ ও লিঙ্গজগৎ হইতে চৈতন্যবস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্থূল ও লিঙ্গ জগতের মধ্যে মনই শীঘ্রগামী। তাহাও আত্মার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পড়ে। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্‌গৃহীত মায়াশক্তি-পরিণামস্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্য বিধান করে। পরমাত্মা নিশ্চল, কিন্তু তাহার আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয় ॥৪॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত :—

একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্রীহরি অতীন্দ্রিয় বস্তু। প্রাকৃত জগতে তাঁহার লোভের বিষয় কিছুই নাই। লীলাপুরুষোত্তম পরব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা জগৎ-মঙ্গলকর রাসলীলাদি বিলাস করিয়া থাকেন। অনুচিৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। বিভুচিৎ শ্রীকৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু। জীব

নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেই তাহার মঙ্গল লাভ হয় এবং শ্রীহরি স্থির ও ধীরভাবে সেবকগণের সেবাগ্রহণের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ হইলেও আশ্রয়বিগ্রহ সেবক-প্রেষ্ঠ গুরুবর্গের সেবা-পারিপাট্যে চমৎকৃত হইয়া সেবকের সেবাভিলাষী হন। সেবা বা ভক্তি দ্বারাই এহেন স্থিরকে চঞ্চল, ধীরকে ধৈর্য্যচ্যুত এবং অজিতকে জয় করা সম্ভব হয়। বায়ু যেরূপ জগৎকে আলোড়িত করিতে সমর্থ এবং বারিবর্ষণাদি দ্বারা জগতে রসবিধান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাদের আচার্য্যবর্গ অলৌকিক সেবাচেষ্টা দ্বারা অনন্তকে আলোড়ন পূর্ব্বক বিলাসপরায়ণ করিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জয়যুক্ত হউন।

আনন্দতীর্থনামাসুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কলিকালে অখিলরসামৃত-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দর এই সৎ-সম্প্রদায় অঙ্গীকারপূর্ব্বক কলিকালের যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া সকলকেই অপ্রাকৃত শ্রীনামরসসুধা পানের অধিকার দিয়াছেন ॥৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫॥

অ। তৎ (প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং) এজতি (চলতি) তৎ (এব) ন এজতি (স্বতঃ ন এব চলতি) তৎ দূরে (দূরদেশে অস্তি অবিদুষাং অপ্রাপ্যত্বাৎ) তৎ উ (অপি) অন্তিকে (বিদুষাং হৃদ্যবভাসমানত্বাৎ অত্যন্তং সমীপে ইব) তৎ অস্য সর্ব্বস্য (জগতঃ) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) তৎ উ (অপি) অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ (অস্তি আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ) ॥৫॥

বেদার্কদীধিতিঃ। তদেজতি তৎ আত্মতত্ত্বং এজতি চলতি। তন্নৈজতি। তদ্দূরে বর্ত্ততে। তদ্বন্তিকে বর্ত্ততে। তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য। তদু তৎ অস্য বিশ্বস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ তিষ্ঠতি ॥৫॥

অনু। সেই আত্মতত্ত্ব চল ও অচল। দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান ॥৫॥

ভাবার্থ। যেমত, জড়বস্তু-মাত্রে একটী জড়শক্তি লক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মবস্তু মাত্রেই একটী আত্মশক্তি বলিয়া শক্তি আছে। সেই শক্তিক্রমে জড়সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসকল আত্মতত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করে। সচলত্ব ও অচলত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, দূরত্ব

ও নিকটত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং আন্তরবাহ্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম জড়ে কোন বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ থাকা সম্ভব না হইলেও আত্মাতে তদ্গত অচিন্ত্যশক্তি-নিবন্ধন তাহা সম্ভব ॥৫॥

গোস্বামি সিদ্ধান্ত :—

"বিরুদ্ধসামান্যং তস্মিন্নচিত্রং।" পরস্পর বিরোধিধর্ম্মসকল শ্রীভগবানে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ইহা সম্ভব হয়। সেইজন্য শাস্ত্রে তাহাকে সাকার ও নিরাকার, সচল ও অচল, নির্গুণ ও গুণবান্ প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃত জগতে এই প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কোনও বস্তুর থাকা সম্ভব না হইলেও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরির পক্ষে ইহা সম্ভব। তিনি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন। প্রাকৃত চক্ষে তাঁহার রূপ দেখা সম্ভব না হইলেও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নেত্রে তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ দেখা যায়। তিনি আবার তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি এই জগতে শ্রীবিগ্রহাদিরূপে প্রকট করিয়া আমাদের ন্যায় জড়ভাবাপন্ন জীবকে তাঁহার সেবায় অধিকার প্রদান করেন।

"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
জন্মে জন্মে সেই অধম হয় যমদণ্ডী ॥"॥৫॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬॥

অ। [অথোপাসনাপ্রকারমাহ] যঃ (অধিকারী) তু সর্ব্বাণি ভূতানি (অব্যক্তাদিস্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি) আত্মনি (ব্রহ্মণি) এব অনুপশ্যতি আত্মানং (ব্রহ্ম) চ সর্ব্বভূতেষু (অনুপশ্যতি) ততঃ (তস্মাৎ দর্শনাৎ) ন বিজুগুপ্সতে (জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন আপ্নোতি পাত্রাভাবাদিত্যর্থঃ) ॥৬॥

বেদার্কদীধিতিঃ। যস্তু আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি অনুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং পশ্যতি স ততঃ তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি ॥৬॥

অনু। যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আত্মা—এরূপ দৃষ্টি করেন, তিনি তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র ঘৃণাশূন্য হন ॥৬॥

ভাবার্থ। ঘৃণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ত্ব। ঘৃণাশূন্য না হইলে প্রীতিসম্পত্তি লাভ হয় না। যাঁহার সর্ব্বত্র আত্মসম্বন্ধ দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ঘৃণার পাত্রাভাবে ঘৃণা জন্মে না। তিনি সহজে প্রীতিসম্পত্তি লাভ করেন ॥৬॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার অংশ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণের কারণ মূলসঙ্কর্ষণ বলদেব যাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ, স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞান সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই।
জীব উদ্ধারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥

তিনি ও তাঁহার ভক্তগণ প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া নীচজাতি, নিরক্ষর, পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিগণকেও ঘৃণা না করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাঁহার উপাসনা দ্বারা সকলেই মহাভাগবত অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। মহাভাগবত প্রেমিকগণ কাহাকেও ঘৃণা করেন না ॥৬॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চৈকত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥

অ। যস্মিন্ (অবস্থাবিশেষে) সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ (ভবতি ইতি) বিজানতঃ (বিশেষেণ জ্ঞানবতঃ) তত্র একত্বং (শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ অভিন্নত্বম্) অনুপশ্যতঃ (তস্য) কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ (ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥৭॥

বেদার্কদীধিতিঃ। যস্মিন্ কালে সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ বিজানতঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ তস্য তস্মিন্ কালে কো মোহঃ কঃ শোকঃ সম্ভবতি ?৭॥

অনু। যে সময়ে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয়, তখন একত্ব দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে ?৭॥

ভাবার্থ। মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম-সম্বন্ধে যেরূপ ঘৃণা তিরোহিত হয়, তদ্রূপ শোক ও মোহও তিরোহিত হয়। অতএব পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥৭॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

'শোকমোহভয়াপহা' শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা দ্বারাই আমরা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ। তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অশোক, অভয় ও অমৃত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম শরণাগত জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া থাকেন।

"কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদিস্থিতে।"
"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা মনে জাগে নিরন্তর"॥৭॥

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮॥

অ। সঃ (পরমাত্মা) পর্য্যগাৎ (সমন্তাৎ গতবান্, কীদৃশম্) শুক্রং (শুচা রহিতং শোকরহিতং) শুদ্ধং (বিজ্ঞানানন্দস্বভাবং) অকায়ং (ন বিদ্যতে প্রাকৃতঃ কায়ঃ শরীরং যস্য তং) অব্রণং (অচ্ছিদ্রং পূর্ণং) অস্নাবিরং (ন বিদ্যন্তে প্রাকৃতাঃ স্নাবাঃ শিরাঃ যস্য তং) অপাপবিদ্ধং (ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতং) কবিঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) মনীষী (মেধাবী) পরিভূঃ (সর্ব্বস্য বশী) স্বয়ম্ভূঃ (স্বতন্ত্রঃ, যঃ আত্মা) শাশ্বতীভ্যঃ (শাশ্বতীষু, নিত্যাসু) সমাভ্যঃ (সমাসু বৎসরেষু) যাথাতথ্যতঃ (যথার্থ-স্বরূপান্) অর্থান্ (পদার্থান্) ব্যদধাৎ (বিদধাতি) ॥৮॥

বেদার্কদীধিতিঃ। স পরমাত্মা পর্য্যগাৎ পরি সমন্তাৎ অগাৎ। শুক্রং শুদ্ধম্। অকায়ং স্থূললিঙ্গরূপজড়দেহরহিতম্। অব্রণং অক্ষতম্। অস্নাবিরং স্নাবা শিরা তচ্ছূন্যম্। শুদ্ধম্ উপাধিশূন্যম্। অপাপবিদ্ধং মায়াতীতম্। কবিঃ কান্তদর্শী। মনীষী সর্ব্বজ্ঞঃ। পরিভূঃ সর্ব্বোপরি ভবতি। স্বয়ম্ভূঃ স্বয়ং সিদ্ধঃ। যাথাতথ্যতঃ যথাতথা ভাবো যাথাতথ্যম্। সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বপদার্থান্ তত্তৎবিশেষলক্ষণেন ব্যদধাৎ বিহিতবান্। শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ বৎসরেভ্যঃ ॥৮॥

অনু। পরমাত্মা—সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরারহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা অন্য নিত্য পদার্থ-সকলকে তত্ত্বদ্বিশেষ দ্বারা পৃথগ্রূপে বিধান করিয়াছেন ॥৮॥

ভাবার্থ। "দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥"—এই ভাগবত-বচন দ্বারা পরমেশ্বরের অধীন পাঁচটী পদার্থ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এই পদার্থগুলি তত্তদ্বিশেষ-ধর্ম্ম দ্বারা পরস্পর পৃথক্কৃত হইয়াছে। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং" এই শ্রুতি-বচনে আমরা বুঝিতেছি যে, ঐ পাঁচটি নিত্য পদার্থ। পরমাত্মা ঐ সকল নিত্য পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ পরম নিত্য। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই। তাঁহার সিদ্ধস্বরূপ সর্ব্বদা অপ্রাকৃত। তিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করেন ॥৮॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

নিত্য, সত্য, সনাতন শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট ও লীলা জড় নহে। সকলই চিন্ময়। তাঁহার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। তাহা দিব্য-নয়নের দ্বারা দর্শনযোগ্য। তিনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ভূলোকে ও গোলোকে সকল কার্য্য যুগপৎ সম্পন্ন করিয়া থাকেন ॥৮॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

অ। যে (জনাঃ) অবিদ্যাং (বিদ্যায়া অন্যাং স্বর্গার্থানি কর্ম্মাণি, কেবলম্) উপাসতে (কুর্ব্বন্তি) তে (প্রাণিনঃ) অন্ধং (অদর্শনাত্মকং) তমঃ (অজ্ঞানং) প্রবিশন্তি (সংসারপরম্পরামনুভবন্তি) যে উ (পুনঃ) বিদ্যায়াং (কেবলজ্ঞানে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে বা রতাঃ) তে ততঃ (তস্মাৎ অন্ধাত্মকাৎ) তমসঃ (সংসারাৎ) ভূয়ঃ ইব (বহুতরমেব) তমঃ (প্রবিশন্তি) ॥৯॥

বেদার্কদীধিতিঃ। যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ তু বিদ্যায়াং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরং তমঃ প্রবিশন্তি ॥৯॥

অনু। যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন ॥৯॥

ভাবার্থ। পরমাত্মা হরির একটী অচিন্ত্যস্বরূপ-শক্তি আছে। শ্বেতাশ্বতরে সেই শক্তিকে "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে * * জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিচার করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্যশক্তির একটী প্রভাবকে 'মায়া' বলা যায়। মায়া দ্বারা পরমাত্মা এই বিশ্ব সৃজন করেন। মায়ার দুইটী বৃত্তি,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে। অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসব করে। জড়াভিভূত মানবগণ অবিদ্যাবৃত্তিতে অবস্থিত, অতএব জড়ের অন্ধকারে তাঁহাদের চিৎপ্রকৃতি আবৃত থাকে। জড় হইতে যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা জড়-বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি ব্যতীত সহজে স্বরূপশক্তির আশ্রয় পান না। অতএব আত্মবিনাশরূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। মায়িক জগতে পরমাত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপন না করিতে পারিলে, জীব কখনই জড়মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। জড়ে যে 'বিশেষ' নামক ধর্ম্ম আছে, তাহার উপদেয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে গেলে নির্ব্বিশেষরূপ অনর্থ আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে ও জীবের বিশেষ দুর্গতি হয়। দেবগণ বলিয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৯॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত :—

"জড়-বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা।
অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া জীবকে করয়ে গাধা ॥"
"বিদ্যা পড়ি নদীয়ায় সে সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াবৈভব ॥
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যার অবিদ্যা ছায়া অমঙ্গল হয় ॥"

গৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলাকালে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা-শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাংখ্য, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি অনিত্য জগতে অমঙ্গল প্রসব করে, কিন্তু নবদ্বীপ-মণ্ডলের সারস্বত তীর্থে সেই সকল বিদ্যাই পরম-মঙ্গলের প্রসূতিস্বরূপা হইয়া বিরাজ করেন। প্রাকৃত বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই অমঙ্গলকর। ইহা দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। কিন্তু বিদ্যাবধুর জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী অপ্রাকৃত সরস্বতীর কৃপালাভ করিলেই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে ॥৩॥

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥

অ। [পরমাত্মতত্ত্বং] বিদ্যয়া (কেবলজ্ঞানেন) অন্যৎ (পৃথক্) ইতি ধীরাঃ (পণ্ডিতাঃ) আহুঃ (বদন্তি), অবিদ্যয়া (কর্ম্মণা) চ [পৃথক্] আহুঃ (কথয়ন্তি)। যে ধীরাঃ (আচার্য্যাঃ) নঃ (অস্মভ্যং) তৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) [তেষাং] ধীরাণাং (ধীমতাং) ইতি (এতদ্বচনং) [বয়ং] শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) ॥১০॥

বেদার্কদীধিতিঃ। পরমাত্মতত্ত্বং বিদ্যায়া অন্যৎ পৃথক্ ইতি ধীরাঃ আহুঃ অবিদ্যয়া চ পৃথক্ আহুঃ। যে ধীরাঃ পণ্ডিতাঃ তৎ তত্ত্বং নঃ অস্মান্ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং ধীরাণাং এতদ্বচনং বয়ং শুশ্রুম ॥১০॥

অনু। পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় হইতে পৃথক্, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। যে পণ্ডিতগণ আমাদিগকে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কথাটী আমরা শুনিয়াছি ॥১০॥

ভাবার্থ। আত্মা—চিদ্বস্তু। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই পৃথক্। পরমাত্মাকে মায়া কিছুমাত্র আবিষ্ট করিতে পারে না। মায়া যখন কার্য্য করে, তখন পরমাত্মার স্বরূপশক্তি তাহাতে সামর্থ্য অর্পণ করিয়া থাকে। অতএব পরমাত্মা—মায়ার নিয়ন্তা। জীবাত্মা চিদ্বস্তু বটে, কিন্তু "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে।" এই শ্বেতাশ্বতর-বচন দ্বারা জীবকে অণুচৈতন্য বলিয়া জানা যায়। জীবের বিভুতা না থাকায় তাঁহার মায়া কর্ত্তৃক বশ্যতা স্বীয় গঠন-সিদ্ধ। জীব মায়ার বশীভূত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অবিদ্যা-বশে জড়ময় অন্ধকারে ক্লেশ পান। ঐ ক্লেশ মোচনের জন্য যখন বিদ্যাকে আশ্রয় করেন, তখন নির্ব্বিশেষ-চিন্তা হইতে তাঁহার অধিকতর ক্লেশ হইয়া পড়ে। অতএব বেদ বলিতেছেন,—"হে জীব, তুমি যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর, তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক্" ॥১০॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

অবিদ্যাদ্বারা জড়াভিনিবেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করিয়া যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করে তখন সেই বিদ্যা নিন্দনীয়। এই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বারা শ্রীহরির সন্ধান পাওয়া যায় না ॥১০॥

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

অ। যঃ [আত্মতত্ত্বং] বিদ্যাং অবিদ্যাং চ উভয়ং বেদ (জানাতি) [সঃ] অবিদ্যয়া [সহ] মৃত্যুং (মারকং) তীর্ত্বা (উত্তীর্য্য) বিদ্যয়া (ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানেন) অমৃতং (মোক্ষং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥১১॥

বেদার্কদীধিতিঃ। যঃ আত্মতত্ত্বং বিদ্যাম্ অবিদ্যাম্ উভয়ং বেদ স অবিদ্যয়া সহ মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া সহ অমৃতম্ অশ্নুতে ॥১১॥

অনু। যিনি আত্মতত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় স্বরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥১১॥

ভাবার্থ। বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয় যে মায়া তাহা পরমাত্মার চিচ্ছক্তি হইতে পৃথক্ নয়, তাঁহার ছায়ারূপ বিকৃতি মাত্র। ছায়াতে যাহা যাহা থাকে, তাহা মূলতত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে এবং নির্দ্দোষভাবে অবস্থিত। অতএব চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীব যদি সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়ান্তর্গত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতি নাশে যত্ন পান, তবে তিনি চিচ্ছক্তিগত বিশেষ ধর্ম্মকে দেখিতে পারেন। সেই বিশেষ অবলম্বন করিলে আর নির্ব্বিশেষ লক্ষণ জড়বিদ্যার হস্তে বিনাশ ঘটে না। মায়াগত বিদ্যা জড় বিশেষ হইতে জীবকে অমৃতের প্রতি লইয়া যাইবে। মায়াগত অবিদ্যা স্বীয় উপাদেয় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া নিজে আদর্শতত্ত্বে পরিণত হইবে। তাহা হইলে জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত স্বরূপ, তদুভয়ের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ দেদীপ্যমান হইয়া চিদ্গত পরমরসের উদ্ভাবন করিবে ॥১১॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার পরিণতি বিশেষভাবে অবগত হইয়া তাহাদের বিকৃতি নাশে যত্নবান হইলে শ্রীগুরুকৃপায় চিচ্ছক্তিগত বিশেষ ধর্ম্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই অপ্রাকৃত সবিশেষ বিগ্রহের আশ্রয় লইলে আর জড়বিদ্যার দ্বারা আমাদের নির্ব্বিশেষ গতি লাভ হয় না। তখন আমরা স্বস্বরূপ ও পরস্বরূপ অবগত হইয়া সচ্চিদানন্দঘন শ্রীশ্যামসুন্দরের উপাসনা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকি ॥১১॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২॥

অ। যে (জনাঃ) অসম্ভূতিম্ (অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজভূতাং প্রকৃতিম্) উপাসতে (আরাধয়ন্তি) তে [অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি] (সংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি) যে (জনাস্ত) সম্ভূত্যাং (কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাদৌ) উ (এব) রতাঃ (তদুপাসনে নিযুক্তা ইত্যর্থঃ) তে ততঃ (তস্মাদপি) ভূয়ঃ (বহুতরম্) ইব (এব) তমঃ প্রবিশন্তি (সংসারং প্রাপ্নুবন্তি) ॥১২॥

বেদার্কদীধিতিঃ। যে অসম্ভূতিম্ উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে সম্ভূত্যাং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ ভূয়ঃ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ॥১২॥

অনু। যাঁহারা অসম্ভূতির উপাসনা করেন, তাঁহারা অন্ধতমে প্রবেশ করেন, আর যাঁহারা সম্ভূতিতে রত, তাঁহারা তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥১২॥

ভাবার্থ। বস্তুর বিশেষ লোপ হইলে তাহার অসম্ভূতি হয়, এরূপ বলা যায়। লয় ও বিনাশ প্রভৃতি দ্বারা অসম্ভূতি হয়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা অসম্ভূতির উপাসক; সুতরাং তাঁহারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। জীবাত্মার সত্তা লোপ হইলে যে কি হয়, তাহা কখনই বোধগম্য হয় না। অতএব তাহাতে আলোক মাত্র থাকে না। যাঁহারা সম্ভূতি অর্থাৎ জড়-সত্তায় রত, তাঁহারা আত্মতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরীভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে থাকেন ॥ ১২ ॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্তঃ—

বিশেষ ধর্ম্ম লোপ হইলে অর্থাৎ বস্তুর লয় ও বিনাশ দ্বারা অসম্ভূতি হয়। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী অসম্ভূতির উপাসনা দ্বারা নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করেন। জীবাত্মার সত্তা লোপ হইলে অন্ধকারে প্রবেশ লাভ ঘটে।

সবিশেষ জড় উপাসকগণেরও ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা দ্বারা আমরা নিত্য কল্যাণ লাভ করিয়া থাকি ॥১২॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥

অ। সম্ভবাৎ (সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাৎ) অন্যৎ এব (পৃথগেব) [অন্ধতরতমঃপ্রবেশলক্ষণং ফলম্] আহুঃ (কথয়ন্তি ধীরা ইতি শেষঃ, তথা) অসম্ভবাৎ (অসম্ভূতেরব্যাকৃতোপাসনাৎ) অন্যৎ (এব ফলমুক্তমন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীতি) আহুঃ (কথয়ন্তি) ইতি (এবম্বিধং) ধীরাণাং (ধীমতাং বচঃ) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তো বয়মিত্যর্থঃ) যে (ধীরাঃ) নঃ (অস্মাকং) তৎ (পূর্ব্বং সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনফলং) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ) ॥১৩॥

বেদার্কদীধিতিঃ। আত্মতত্ত্বং সম্ভবাদন্যৎ এব আহুঃ। অসম্ভবাৎ অন্যৎ এব আহুঃ, যে ধীরা অস্মান্ তৎ ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং এতৎ বচনং বয়ং শুশ্রুম ॥১৩॥

অনু। আত্মতত্ত্ব সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয় হইতে পৃথক্। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই বচন আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥১৩॥

ভাবার্থ। জড় জগতে জন্ম ও বিনাশ, উৎপত্তি ও লয় সম্ভূতি ও অসম্ভূতি—এই দু'য়ের যে ভাব হৃদ্গম্য হয়, তাহা আত্মতত্ত্বকে স্পর্শ করে না। আত্মতত্ত্বে জন্ম, বিনাশ নাই, তাহা নিত্য। জীব নিত্য, তাহার উৎপত্তি ও লয় যাহারা মনে করে, তাহারা জীবতত্ত্বের কিছুই জানে না। জীবের জড়-সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নাম মুক্তি ॥১৩॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

আত্মা সম্ভূতি ও অসম্ভূতির অতীত বস্তু। আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। অণুচিৎ জীবাত্মা অণুত্ব নিবন্ধন মায়াবশ যোগ্য। বিভুচিৎ পরমাত্মা কখনও মায়ার অধীন হন না—তিনি মায়াধীশ। অণুচিৎ বদ্ধ জীবাত্মা বিভুচিৎ মায়াধীশ পরমাত্মার সেবা দ্বারাই মুক্তি লাভ করে।

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁন্ধিল"॥১৩॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

অ। যঃ (জনঃ) সম্ভূতিং চ (অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঞ্চ, অকারলোপশ্ছান্দসঃ) বিনাশং (বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভঞ্চ) তৎ (উভয়ং) সহ (একীভূতং) বেদ (জানাতি সঃ) বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভোপাসনেন) মৃত্যুম্ (অনৈশ্বর্য্যাদি) তীর্ত্বা (অতীত্য) অসম্ভূত্যা (অব্যাকৃতোপাসনেন) অমৃতম্ (আপেক্ষিকং প্রকৃতিলয়লক্ষণমমরত্বম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥১৪॥

বেদার্কদীধিতি। যঃ আত্মতত্ত্বং সম্ভূতিং বিনাশঞ্চ উভয়াত্মকম্। ইতি বেদ স বিনাশেন মৃত্যুস্তীর্ত্বা সম্ভূত্যাম্ অমৃতং অশ্নুতে ॥১৪॥

অনু। যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এতদুভয়াত্মক বলিয়া আত্মতত্ত্বকে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সম্ভূতিতে অমৃত ভোগ করেন ॥১৪॥

ভাবার্থ। জড়-সঙ্গই জীবের বন্ধন ও মৃত্যু। অতএব যিনি জড়বিচ্ছেদরূপ বিনাশকে লাভ করেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তাহা হইলে চিৎ সম্ভূতি অর্থাৎ চিৎ সত্তায় চিন্ময় রসামৃত ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব জড় হইতে অসম্ভূতি লাভ করতঃ চিত্তত্ত্বে সম্ভূতি লাভ না করিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হয় ॥১৪॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্তঃ—

আত্মা বদ্ধাবস্থায় স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর এই দুইটী জড় শরীর দ্বারা আবৃত থাকে। এবং স্বরূপতঃ চিৎ হইয়াও জড়দেহাত্মাভিমানী হইয়া নিজকে জন্মমরণশীল বলিয়া মনে করে। এই জড় হইতে অসম্ভূতি লাভ হইলে চিৎ সমাধিতে অমৃতত্ব লাভ ঘটে ॥১৪॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫॥

অ। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়ং যৎ পাত্রং সূর্য্যমণ্ডলং তেন) সত্যস্য (আদিত্যমণ্ডলস্থস্যাবিনাশিনঃ পুরুষোত্তমস্য ভগবতঃ) মুখং (লীলা-বিগ্রহস্বরূপং অপিহিতম্ (আচ্ছাদিতং বর্ত্ততে হে) পূষন্! (ভক্তপোষক পরমাত্মন্) ত্বং সত্যধর্ম্মায় (সত্যধর্ম্মস্য মদাদিভক্তজনস্য) দৃষ্টয়ে (সাক্ষাৎকারায়) তৎ (মুখম্) অপাবৃণু (অপাবৃতমনাচ্ছাদিতং কুরু) ॥১৫॥

বেদার্কদীধিতিঃ। হিরণ্ময়েন জ্যোতির্ম্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পরমতত্ত্বস্য মুখং অপিহিতং আচ্ছাদিতম্। সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে উপলব্ধয়ে। হে পূষন্, তৎ পিধানং ত্বম্ অপাবৃণু ॥১৫॥

অনু। সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে সূর্য্য! সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্বদর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর ॥১৫॥

ভাবার্থ। হে পরমেশ্বর, তুমি চিৎসূর্য্য। আমি তোমার কিরণ পরমাণু। অতি ক্ষুদ্র। আমি দ্রষ্টা হইলেও তোমার জ্যোতি আমাকে তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে দেয় না। এই জন্য আমি সত্যধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া তোমার চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়া শক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে দূর কর। তাহা হইলে অণুচৈতন্যরূপে সহজে তোমার স্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইব। মহাত্মা নারদ সেই রূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে,—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্" ॥১৫॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

এই বিচিত্র বিশ্বের অভ্যন্তরে ও বাহিরে একমাত্র তুমিই বর্ত্তমান আছ। আমি বিশ্বদর্শন করিতে যাইয়া তোমার দর্শনে বঞ্চিত হই। বিশ্বভোগ করিতে যাইয়া তোমার

সেবায় বঞ্চিত হই। হে ভগবন্, আমার চক্ষের মায়িক আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রকৃতির নিমিত্ত ও উপাদান কারণের মূলপুরুষ সদাশিব অদ্বৈত প্রভুর পাদপদ্ম-সেবায় অধিকার প্রদান কর। "অদ্বৈত আচার্য্য বল।" তুমি বলদেব, আমি দুর্ব্বল। কিরণকণ যেরূপ সূর্য্যেরই অনুগমন করে, সূর্য্যেতেই অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ চিৎকণ আমি যেন চিৎসূর্য্য তোমার সেবাতেই মগ্ন থাকি। তাহা হইলে মায়া আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥১৫॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥১৬॥

অ। (পূর্ব্বোক্তমেব স্পষ্টীকৃত্য যাচতে হে) পুষন্! (হে ভক্তপোষক, হে) একর্ষে! (হে মুখ্যজ্ঞান,) যম! (হে নিয়মনশীল,) সূর্য্য! (হে সূরিগম্য,) প্রাজাপত্য! (বিশেষেণ প্রজাপতিগম্য) রশ্মীন্ (ত্বদ্দর্শনে মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্) ব্যূহ (বিগময়) তেজঃ (আত্মীয়ং জ্যোতিঃ) সমূহ (উপসংহর মদ্দর্শনযোগ্যং কুরু, তথা) তে (তব) কল্যাণতমম্ (অত্যন্তশোভনং পরমমঙ্গলং বা) যৎ রূপং (বর্ত্ততে) তৎ (রূপং) তে (তব প্রসাদাৎ অহং) পশ্যামি। যঃ অসৌ পুরুষঃ (মণ্ডলান্তরস্থঃ) অসৌ (তদিতরঃ প্রতীকস্থিতশ্চ) সঃ অহং অস্মি (ভবামি) ॥১৬॥

বেদার্কদীধিতিঃ। হে পুষন্, হে একর্ষে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময়। তেজঃ সমূহ উপসংহর। যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে রূপং অহং পশ্যামি। যতঃ অহং তদধিকারী। য এব পূর্ণঃ পুরুষঃ স এব অসৌ পুরুষঃ। স এব অহং অস্মি ॥১৬॥

অনু। হে পুষন্! হে একর্ষে! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! তোমার রশ্মিসকল দূর কর, তোমার তেজ নিবৃত্তি কর। তাহা হইলে তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু পূর্ণ পুরুষ এবং জগৎ প্রবিষ্ট তোমার অংশস্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা সকলেই চিৎস্বরূপ। তোমার কৃপা হইলেই দেখিতে পাই ॥১৬॥

ভাবার্থ। তুমি পূর্ণ পুরুষ হইয়াও মায়ার অধীশ্বররূপে পুরুষাবতার হইয়াছ। মায়া-নিয়মন-কার্য্যে যে সকল পৃথক্ শক্তি ব্যবহার কর, সেই সকল পৃথক্ শক্তি ত

অধিষ্ঠান করতঃ তুমি পূষা, এক ঋষি, যম, সূর্য্য ও প্রজাপতির অপত্য বামন ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়াছ। আমি জড় মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তোমার সেই সমস্ত অবতার স্বরূপ চিন্তা করি এবং তোমার নিত্যরূপ দর্শনের লালসা করি। তুমি কৃপা করিয়া অণুচৈতন্যের দর্শন যোগ্য হইলে আমি তোমার নিত্যরূপ দেখিতে পাই। সমস্ত কল্যাণগুণ তোমার নিত্যরূপকে আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি আমাকে চিন্ময়-স্বরূপে ব্যবস্থিত করিয়াছ; অতএব তোমার কৃপা হইলেই আমি তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে পারি ॥১৬॥

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় ভজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

সকল দেব দেবীর প্রাণস্বরূপ পরমপদ শ্রীবিষ্ণু। বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আমরা নিজস্বরূপ ও পরস্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। বিরূপে মোহিত হইয়া বিভিন্ন দর্শনের অনুগামী হই। তুমি কৃপা করিয়া জ্যোতিরভ্যন্তরে অতুল শ্যামসুন্দর রূপ আমাকে দর্শন করাও। আমি স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তোমার কল্যাণময় গৌররূপ ও শ্যামরূপের সেবা করিয়া কৃতার্থ হই ॥১৬॥

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতম্ স্মর ॥১৭॥

অ। (হে পরমাত্মন্, মরিষ্যতো মম) বায়ুঃ (সপ্তদশাত্মকলিঙ্গশরীররূপঃ প্রাণঃ) অমৃতং (সূত্রাত্মানম্) অনিলং (মুখ্যপ্রাণং প্রতিপদ্যতামিতি শেষঃ) অথ (অনন্তরম্) ইদং (স্থূলং) শরীরং ভস্মান্তং (ভস্মাবসানং ভূয়াৎ) ওঁ ক্রতো! (হে সঙ্কল্পাত্মক মনঃ) স্মর (যন্মম স্মর্ত্তব্যং তস্যায়ং কালঃ সমুপস্থিতোঽতঃ স্মর তথা) কৃতং (যন্ময়া বাল্যপ্রভৃত্যদ্যযাবদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তচ্চ) স্মর। (হে) ক্রতো স্মর (স্মর্ত্তব্যং স্মর) কৃতং (বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিতং) স্মর (অত্র দ্বিরুক্তিরদারার্থঃ) ॥১৭॥

বেদার্কদীধিতিঃ। মদ্দেহস্থ বায়ুঃ তব পরমব্যোমান্তর্গতং অনিলং অমৃতং প্রতিপদ্যতাং ইদং জড়শরীরং লিঙ্গশরীরঞ্চ জ্ঞানাগ্নিনা ভস্মীভূতং ভবতু ইতি যাচে। হে ক্রতো, মনঃ কর্ত্তব্যং স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ইতি পুনর্ব্বচনং আদরার্থম্ ॥১৭॥

অনু। আমার শরীরস্থ জড়বায়ু তোমার পরমব্যোমস্থ চিদ্বায়ুরূপ অমৃতত্বলাভ করুক। আমার স্থূল-লিঙ্গ-শরীরদ্বয় ভস্মীভূত হউক। হে মন, তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ কর। তোমার কৃত বিষয় স্মরণ কর ॥১৭॥

ভাবার্থ। জড়মুক্তি প্রার্থনা যদিও ভক্তির পক্ষে প্রশস্ত নয়, সেবাদ্বাররূপ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে জড়মুক্তি সহকারে ভক্তির স্মৃতি বিধান করিয়াছেন ॥১৭॥

গোস্বামি সিদ্ধান্ত ঃ—

স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গশরীর ভঙ্গ হইলে বস্তুসিদ্ধি লাভ হয়। এই দুই জড় দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিলে পরব্যোমে অমৃতত্ব লাভ ঘটে। "স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুঃ ॥"১৭॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ সম্পূর্ণা।

অ। দেব! (হে ক্রীড়াদিগুণবিশিষ্ট, হে) অগ্নে! (অগ্নি প্রতক ভগবন্!) বিশ্বানি (সর্ব্বাণি) বয়ুনানি (কর্ম্মাণি) বিদ্বান্ (জানন্ ত্বম্) অস্মান্ সুপথা (শোভনেন মার্গেণ দেবযানেন) রায়ে (মুক্তিরূপায় ধনায়) নয় (গময়) (কিঞ্চ) জুহুরাণং (কুটিলম্) এনঃ (পাপম্) অস্মৎ (অস্মত্তঃ) যুযোধি (বিযোজয় নাশয়েত্যর্থঃ) তে (তুভ্যং) ভূয়িষ্ঠাং (বহুতরাং) নম উক্তিং (নমস্কারবচনং) বিধেম (কুর্য্যাম্) ॥১৮॥

ইতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃতোঽন্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

বেদার্কদীধিতিঃ। হে অগ্নে, সুপথা শোভনেন মার্গেণ রায়ে পরমার্থায় মাং নয়। হে দেব, বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি বিশ্বানি সর্ব্বাণি বিদ্বান্ জানন্ নয়। কিঞ্চ, অস্মৎ জুহুরাণং অবিদ্যা কৌটিল্যং এনঃ পাপং যুযোধি বিনাশয় বয়ং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নম উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

অনু। হে অগ্নি, সুপথ দিয়া আমাদিগকে পরমার্থ ধনে লইয়া যাও। হে দেব, সমস্ত বিশ্বগতি ও প্রযুক্ত প্রজ্ঞান সহিত আমাদিগকে লইয়া যাও। আমাদের যে অবিদ্যা কৌটিল্যরূপ পাপ আছে, তাহা বিনাশ কর। আমরা তোমারে বার বার প্রণাম করি ॥১৮॥

ভাবার্থ। জীব স্বীয় পাপ স্মরণ করিলে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। তখন পবিত্র পরমেশ্বরকে অগ্নি বলিয়া সম্বোধন করেন। অগ্নির পাবকতা শক্তি পরমেশ্বর হইতেই সিদ্ধ। জীব তখন দেখে যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছু উপায় নাই। তখন তাহাই প্রার্থনা করে। ঈশ্বরজ্ঞানই জ্ঞান। বিশ্বজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞানযুক্ত প্রজ্ঞানই ভক্তি। 'এতদ্বিজ্ঞায় প্রজ্ঞানং কুর্ব্বীত' এই বেদবাক্য এস্থলে স্মরণীয়। "তচ্ছ্রদ্দধানো মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য-যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট-শ্রুত-গৃহীতয়া॥" এই ভাগবতের বচনটিও এস্থলে বিবেচনীয় ॥১৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ইষোপনিষদের বঙ্গানুবাদ ও ভাবার্থ সমাপ্ত।

বেদার্কদীধিতিঃ। বেদার্কদীধিতিরয়ং ভজনপ্রদীপঃ গৌরাঙ্গভক্তপদভক্তবিনোদকেন। শ্রীগোদ্রুমে দ্বিজপতেশ্চরণ-প্রসাদাৎ প্রজ্বালিতঃ সুরভিকুঞ্জবনান্তরালে ॥

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদি বেদার্কদীধিতিঃ সমাপ্তা।

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ঃ—

দৈন্য শরণাগতের একটী লক্ষণ। দীনতা দ্বারা পরমপদ শ্রীহরির মহত্ব ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি হয়।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥"

হরিবিমুখ আমাদের শ্রীহরিসেবার অযোগ্যতা উপলব্ধি হইলেই জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বিত ভগবদ্ভক্তি লাভের আর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। অবম পদ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দও যাঁহার উপাসনা করেন সেই পরমপদের উপাসনার যোগ্যতা লাভের জন্য জ্ঞানাগ্নির দ্বারা পাপাদি ধ্বংশ হইলে দীক্ষা লাভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। সদ্গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীহরিভজন করাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা।

"নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধান্ত হারিণে॥১৮॥"

ওঁ হরি ওঁ

সম্পাদক রচিত গ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত প্রেস, ১০এ নফর কুণ্ডু রোড, কলিকাতা।

১। Gosvamiji's Speeches.

(*In India and England*)

Part I

সারস্বত গৌড়ীয়-সম্পাদক, গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যে সকল চিত্তাকর্ষী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এই গ্রন্থে তাহাদের ত্রয়োদশটী বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তম আইভরী ফিনিশ কাগজে মুদ্রিত। বাঁধাই অতি সুন্দর। ভিক্ষা বাঁধাই ১।৵০

২। Divine Love

ভগবৎ-প্রেম কি, কাম ও প্রেমের পার্থক্য এবং অপ্রাকৃত উন্নতোজ্জ্বল ব্রজ প্রেমের মহিমা এই গ্রন্থে ইংরাজী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

৩। দীক্ষা ও অর্চ্চন-বিধি

দীক্ষা কি ও কত প্রকার, দীক্ষিত হইবার প্রয়োজনীয়তা ও লব্ধদীক্ষজনগণের অর্চ্চন ও ভক্তঙ্গ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থে সরল বাংলাভাষায় অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সহজলভ্য করিবার জন্য গ্রন্থের ভিক্ষা বর্ত্তমানে ।৵০ আনা স্থলে ।০ চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৪। সারস্বত গৌড়ীয়

একমাত্র মাসিক পারমার্থিক পত্রিকা। ভিক্ষা বার্ষিক ২৲ ষাণ্মাষিক ১৲ এবং প্রতি সংখ্যা ৵০

Philosophy of Religion

Philosophy of Religion (as taught by Sree Krishna Ch tanya) : By Tridandi Swami Sreemad Bhaktisaran Gosvami. Published by Dr. Lalit Madhab Brahmach from Sree Shyamkunja, P. O. Patrasayer, district Banku To be had of Saraswat Press, 10A, Nafar Kundu Ro P. O, Kalighat, Calcutta. Price As. -|4|- only.

The treatise under review contains the following lec of the author :—(1) "What is Religion ?" delivered in O in a meeting under the auspices of the World Congre Faiths ; (ii) "The Essentials of Religion", (iii) "The W Need of Religion", delivered at Oxford Town Ha public meeting on July 24, 1937 and (iv) Hindu Service the World's Congress of Faiths, Oxford, 1937 conduc by the author as missionary-in-charge of the Gaud Mission, London. In the first lecture Swamiji descri deductive method to be the only process of approachi the Absolute Truth. Besides, His Holiness spoke in brief the ten fundamental tenets of Sree Krishna Chaitanya Ma prabhu's teachings. In the second lecture Swamiji sol the questions of "Who am I ?", "Who am I in this world "What is this world ?", "Why do I feel unhappy a perplexed ?", "What is the method by which I can lea the Absolute Truth ?" etc. The 3rd and the 4th lectu also contain many a notable topic. We wish wide circu tion of the booklet.

—*Sunday Amrita Bazar Patrika 14 12. 41*